...নিক বাংলা
তাং 19/8/74 ...
পৃষ্ঠা 5 ... 4 ...
240

# জনবিস্ফোরণের চ্যালেঞ্জ

অর্থনীতি বিশেষজ্ঞ পাদ্রী টমাস ম্যালথাস আজ থেকে একশ আশি বছর আগে হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেছিলেন: যে হারে মানুষ বাড়ছে, তাতে এমন এক সময় আসবে যখন খাবারের জন্য মানুষে মানুষে কামড়াকামড়ি করবে: নোবেল পুরস্কার বিজয়ী বোরম্যান দিয়েছেন আরও বিপজ্জনক পরিণতির পূর্বাভাস। তিনি বলেছেন মানুষই মানুষনামধারী প্রাণীর অস্তিত্ব বিলোপ করবে এই ধরাপৃষ্ঠ থেকে। ম্যালথাস ও বোরম্যান যে দুর্দিনের কথা বলেছেন, সেদিন এখনও আসেনি, 'মানুষের মাথা মানুষে খাওয়ার' মত জনসংখ্যা বাড়েনি পৃথিবীর। তবে যে হারে বিশ্বের জনসংখ্যা বাড়ছে, তাও কম উদ্বেগজনক নয়। বিশ্বব্যাংকের সাম্প্রতিক রিপোর্টে বলা হয়েছে, চলতি শতাব্দীর শেষনাগাদ দুনিয়ার জনসংখ্যা ৫৯০ কোটি হবে। লোক সংখ্যা নাকি বেশি বাড়বে চীন ও ভারত উপমহাদেশে। বিশ্বের জনসংখ্যা বৃদ্ধি দরিদ্র ও উন্নতিকামী দেশসমূহের জন্যই বেশি চিন্তার বিষয়। কেননা, এসব দেশেই মানুষ বাড়ছে দ্রুত। এই দেশগুলিতে এখনই যে বিপুল সংখ্যক মানুষ আছে, তাদেরই অন্ন, বস্ত্র, আশ্রয়, শিক্ষা, চিকিৎসা ইত্যাদি মৌলিক চাহিদা পূরণ করা সম্ভব হচ্ছে না। সুতরাং নতুন মানুষদের ভাগ্যে যে কী জুটবে তা অনুমান করতেও ভয়। সত্যি বলতে কি, উন্নতিকামী দেশগুলি যদি জন-বিস্ফোরণ রোধ করতে না পারে তাহলে তাদের উন্নয়ন প্রচেষ্টা নিষ্ফল হবে, বাড়বে জনসাধারণের দুঃখ-দুর্দশা।

জনসংখ্যা বৃদ্ধি আজকের দুনিয়ার একটি বড় ও জটিল সমস্যা। বিশ্বব্যাপী খাদ্যসংকট এই সমস্যাকে আরও তীব্র করে তুলছে। এই সমস্যা নিয়ে গত কয়েক বছর ধরে ভাবছেন বিশ্বের অর্থনীতি বিশেষজ্ঞগণ, ভাবছে জাতিসংঘ। জনবিস্ফোরণের বিপদ সম্পর্কে দুনিয়াবাসীকে সচেতন করে তোলার উদ্দেশ্যে ১৯৭৪ সালকে 'জনসংখ্যা বৎসর' হিসেবে পালন করেছে জাতিসংঘ। জনসংখ্যা বৃদ্ধি সমস্যার সমাধান উদ্ভাবনের জন্য জাতিসংঘের ১৪০টি রাষ্ট্র ১৯৭৪ সালের ১৯শে আগস্ট রুমানিয়ার রাজধানী বুখারেস্টে এক সম্মেলনে মিলিত হয়েছিল। সর্বশেষ হিসাবে থেকে জানা গেছে যে চলতি দশকে দুনিয়ায় দিনে এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার অর্থাৎ বছরে পাঁচ কোটির মত লোক বাড়ছে। জাতিসংঘ প্রকাশিত ১৯৭৪-এর জনসংখ্যা বর্ষপঞ্জীতে সন্নিবেশিত তথ্য থেকে জানা গেছে যে ১৯৭২ সালের মাঝামাঝি পর্যন্ত দুনিয়ায় মানুষ ছিল তিনশ আটাত্তর কোটি কুড়ি লক্ষ। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সে সময়কার গড় হার দুই শতাংশ অপরিবর্তিত থাকলে চলতি শতাব্দী শেষে বিশ্বে মানুষের সংখ্যা ১৯৭২ সালের দ্বিগুণ অর্থাৎ প্রায় সাতশ ছাপান্ন কোটি চল্লিশ লক্ষ হবে। আশার ব্যাপার, গত ৪ বছরে অবস্থার অনেকটা উন্নতি ঘটেছে, কমেছে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার। বিশ্বব্যাংকের সর্বশেষ রিপোর্টে বলা হয়েছে যে ২০০০ খৃষ্টাব্দে পৃথিবীর জনসংখ্যা ৫৯০ কোটিতে উন্নীত হবে।

জনসংখ্যা বৃদ্ধি আজকের দুনিয়ার অধিকাংশ দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতির একটি বড় প্রতিবন্ধক। কোন দেশে জন্মহার যদি মৃত্যুহারকে ছাড়িয়ে যায় তাহলে সে দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে জনসংখ্যার চাপ পড়ে। জন্মহার যখন মৃত্যুহারকে বিপুলভাবে ছাড়িয়ে যায়, তখন তাকে বলা হয় জনবিস্ফোরণ। এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার বেশির ভাগ দেশেই জনবিস্ফোরণ দেখা দিচ্ছে। জনসংখ্যার চাপ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকলে সংশ্লিষ্ট দেশের জনগণের অভাব-অনটন ও দুর্গতি যেমন বাড়বে, তেমনি দুনিয়া জুড়ে দেখা দেবে বিভিন্ন সমস্যা-সংকট। এক সময় দেখা যাবে যে পৃথিবীর তিন-চতুর্থাংশ মানুষই ক্ষুধার্ত হয়ে পড়েছে। এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার দরিদ্র ও উন্নয়নশীল দেশগুলি ইতিমধ্যে জন-সমস্যা কবলিত হয়েছে। এসব দেশ এক সময় খাদ্যে স্বনির্ভর ছিল, অন্য দেশে রফতানী হত তাদের উদ্বৃত্ত খাদ্য। আজ এই দেশগুলিই তাদের জনগণের চাহিদা পূরণের জন্য খাদ্যশস্য আমদানী করতে বাধ্য হয়েছে।

দুনিয়ায় মানুষ বাড়ছে; কিন্তু সবদেশে বাড়ছে না সমান হারে। শিল্পোন্নত ও বিত্তশালী দেশগুলিতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কম। পক্ষান্তরে, এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার উন্নতিকামী দেশসমূহ, যেখানে অধিকাংশ মানুষ রয়েছে দারিদ্র্যসীমার নীচে সেখানে মানুষ বাড়ছে উদ্বেগজনক হারে। এক পরিসংখ্যান থেকে জানা গেছে যে উন্নত দেশসমূহে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হচ্ছে মাত্র ১ শতাংশ থেকে ১ দশমিক ১ শতাংশের মধ্যে। চলতি দশকের শুরুর দিকে হাঙ্গেরী, আয়ারল্যান্ড ও বৃটেনে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল যথাক্রমে দশমিক ৩ শতাংশ, দশমিক ৪ শতাংশ ও দশমিক ৬ শতাংশ। জন্মহার হ্রাসের ফলে ১৯৮০ সালে বৃটেনে জনসংখ্যা বৃদ্ধি নাকি একেবারেই বন্ধ হয়ে যাবে। পূর্ব জার্মানীতে নাকি জনসংখ্যা ইতিমধ্যেই কমতে শুরু করেছে। কিন্তু উন্নয়নশীল দুনিয়ার জনসংখ্যা বৃদ্ধির সংখ্যার দিকে তাকালে উদ্বিগ্ন হতে হয়। এখানে উপরোক্ত সময়ে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল ২.৪ শতাংশ থেকে ২.৫ শতাংশ। দ্বীপ দেশ কমরুর হার সবচেয়ে বেশি—৪.৮ শতাংশ। এল সালভাদর, কোস্টারিকা ও কেনিয়ার জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার যথাক্রমে ৩.৭ শতাংশ, ৩.৫ শতাংশ ৩.৩ শতাংশ। উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশসমূহে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের তারতম্য বিশ্বব্যাংকের সদ্য প্রকাশিত রিপোর্টেও পরিলক্ষিত। ১৯৭৬ সালে চীনের জনসংখ্যা ছিল ৮৩ কোটি ৬০ লক্ষ ভারতের বর্তমান জনসংখ্যা ৬২ কোটি। ২০০০ সালে চীন ও ভারতের লোকসংখ্যা উন্নীত হবে যথাক্রমে ১০৯ কোটি ৩০ লক্ষ এবং ৯৫ কোটি ৮০ লক্ষে। পক্ষান্তরে সোভিয়েট ইউনিয়নের বর্তমান জনসংখ্যা ২৫ কোটি ৭০ লক্ষ এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ২১ কোটি ৫০ লক্ষ, বৃদ্ধি পেয়ে ২০০০ সালে হবে যথাক্রমে ৩২ কোটি ও ২৫ কোটি ৪০ লক্ষ।

রুমানিয়ায় অনুষ্ঠিত বিশ্ব জনসংখ্যা সম্মেলনে জন-সমস্যা সমাধান প্রশ্নে একমত হতে পারেননি উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলির প্রতিনিধিরা। উন্নত দেশসমূহ উন্নয়নশীল দেশগুলির জনসংখ্যা বৃদ্ধি রোধ করার আহ্বান জানায়। কিন্তু উন্নয়নশীল দেশগুলি তুলে নিস্ব সম্পদের সুষম বন্টন এবং ন্যায়ভিত্তিক নয়া আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক কাঠামো কায়েমের দাবী। পাশ্চাত্যের কোন কোন বিশেষজ্ঞও মনে করেন যে জনসংখ্যা বৃদ্ধি দুনিয়াবাসীর জন্য আসলে তেমন কোন বড় সমস্যা নয়। ইউনিভার্সিটি অব লন্ডন-এর অধ্যাপক উইলফোর্ড বেকারম্যান বলেন যে বর্তমান খাদ্যসংকটের সমাধান দুনিয়ার সকল অংশের ভারসাম্যশীল অর্থনৈতিক অগ্রগতির মধ্যেই নিহিত। নিউইয়র্কের হাডসন ইন্সটিটিউটের মিঃ বি বুস বিগ্রসের অভিমত: বিশ্বে খাদ্য উৎপাদনের যে সম্ভাবনা রয়েছে, তা যদি সঠিকভাবে কাজে লাগানো যায়, তাহলে আমেরিকার নাগরিকদের খাদ্যের মান অনুযায়ী তিন হাজার কোটি মানুষেরও খাদ্য যোগান দেয়া সম্ভব হবে।

বিশ্বের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার খাদ্যের চাহিদা পূরণ সম্ভব কি সম্ভব নয়—সে বিতর্কে যাওয়া এখন নিরর্থক। জনসংখ্যার অপরিমিত ও অপরিকল্পিত বৃদ্ধি যে দুনিয়া বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশগুলির একটি বড় সমস্যা তা অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। তাই জনবিস্ফোরণ রোধের জন্য জাতিসংঘ এবং উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশসমূহকে সম্মিলিত প্রচেষ্টা চালাতে হবে। দরিদ্র দেশসমূহে অধিক জন্মহারের কারণ জনগণের নিরক্ষরতা, জন্মনিয়ন্ত্রণ উপকরণ, ক্লিনিক ইত্যাদির অভাব। এই অভাবগুলি দূর করা গেলেই উন্নয়নশীল দেশগুলির জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়। উন্নত দেশসমূহে অস্ত্র প্রতিযোগিতায় যে বিপুল অর্থ ব্যয় করা হচ্ছে, তার একটা ভগ্নাংশও যদি দেয়া হয়, তাহলেই এসব কাজ সুসম্পন্ন করা সম্ভব হতে পারে।

বাংলাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার প্রায় ৩ শতাংশ। স্বাধীনতার সুফল জনগণের কাছে পৌঁছানো, অর্থনৈতিক অগ্রগতি অর্জন ও জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নত করতে হলে জনসংখ্যা বৃদ্ধির এই উচ্চ হার হ্রাস করা একান্ত অপরিহার্য ও জরুরী। আমাদের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার শূন্যে নামিয়ে আনার লক্ষ্য ঘোষণা করা হয়েছে। এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য বাস্তবভিত্তিক কর্মসূচী গ্রহণ করা দরকার। গ্রামে এবং শ্রমিক এলাকায় জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ তৎপরতা আর জোরদার করতে হবে, ঘরে ঘরে পৌঁছে দিতে হবে পরিবার পরিকল্পনার সব রকম সুযোগ-সুবিধা।

পরিকল্পিত জনসংখ্যা দেশের অমূল্য সম্পদ। জনবিস্ফোরণের অভিশাপ থেকে দেশকে মুক্ত রাখতে হবে, দেশের জনসংখ্যাকে রূপান্তরিত করতে হবে সত্যিকার জনসম্পদে।

—সৈয়দ আবদুল কাহ্হার